Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ওমর খৈয়ামের কবিমানস

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ মাহফুজুল ইসলাম
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.4
Pages	49-60
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ওমর খৈয়ামের কবিমানস

মোঃ মাহ্ফুজুল ইসলাম

Check for updates

গিয়াসউদ্দিন আবুল ফতহ ওমর ইবনে ইব্রাহীম আল খৈয়াম ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে অনেকের মতে, ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই তিনি ১১২৩-১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কারো কারো মতে, তিনি মূলত কাব্যিক বিষয় ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এছাড়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবেও বিশেষভাবে খ্যাত। তবে খুব কম লোকই জানেন যে, তিনি ইরানের প্রথম শ্রেণীর গণিত শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী[১]। যে জ্ঞান তাপস তাঁর দুর্লভ প্রতিভা বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত করেছেন[২] তিনি হলেন এডওয়ার্ড ফিটজিরাল্ড। এ জন্যই ওমর খৈয়াম পারস্যের চেয়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে অধিকতর সুপরিচিত[৩]।

ওমর খৈয়ামের দার্শনিক মেধা ও কাব্যিক প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরার কাজ সহজসাধ্য নয়। এর কারণ একাধিক। প্রথমত, মহাকবি ফেরদৌসীর আবির্ভাবের পর হতে তৈমুরী বংশের শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ায় এক বিশেষ ধরনের রেনেসাঁর উদ্ভব ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রেনেসাঁ ছিল বিস্ময়কর, কালজয়ী ও যুগান্তকারী। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে, পাশ্চাত্য রেনেসাঁ যেমন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিশ্লেষিত হয়েছে এশীয় রেনেসাঁকে ঐরূপ সমমানের সাথে বিশ্বের বুকে তুলে ধরা হয়নি। দ্বিতীয়ত, মধ্য এশীয়ার রেনেসাঁ ছিল বহির্মুখী[৪]। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর শিল্পীরা পরিদৃশ্যমাণ জগতের ঐশ্বর্য, গৌরব ও তজ্জনিত উল্লাস নিজেদের চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বজগৎকে উপহার দিয়েছেন। আর এশীয় শিল্পীরা অতীন্দ্রিয়বাদী অনুভূতিতে তাঁদের আন্তরিক প্রবণতা থাকার জন্য স্রষ্টার গৌরব ও মহিমা তুলির আঁচড়ে পার্থিব জগৎকে নজরানা দিয়েছেন। তৃতীয় কারণটি হল মনস্তাত্ত্বিক। প্রাচ্য দেশীয় ভাষা, ধর্ম ও ইতিহাসের পশ্চাদ্ভূমি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিল অপর্যাপ্ত[৫]। এ জন্যই তাঁরা ইসলামের উপর খৃষ্টান ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েই ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হতেন। ফলে নিরপেক্ষ পর্যালোচনার সূত্রপাত ঘটেনি। যে সমস্ত ইসলামী পণ্ডিত তাদের

দর্শন ও কাব্য সংগঠন ও রূপায়ণে তাঁদের সাধনা ও মেধাকে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের আলোকে ইসলামী দর্শন ও কাব্য যে বিশ্লেষিত হতে পারে সে-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য গবেষকদের ধারণা ছিল খণ্ডিত। ইরানী কাব্যধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সাকী, শরাব, প্রিয়া, শুঁড়ীখানা ইত্যাদি শব্দসম্ভারের আধিক্য। ইরানের সনাতনী ধারায় এ সব শব্দের অর্ধ-আলো ও অর্ধ-অন্ধকারে প্রকৃত কাব্য ও কবির স্বরূপের যথার্থ মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়নি। এ জন্যই সম্ভবত ওমর খৈয়ামের দর্শন, তত্ত্ব ও কাব্যিক সাধনার যথার্থ প্রকৃতি নির্ধারণে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ওমর খৈয়ামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে অভিযোগটি ধূমায়িত হয়ে উঠেছে তা হল তিনি জড়বাদ ও নাস্তিকতার অনুসারী ছিলেন। ওমর ছিলেন ধর্ম বিশ্বাসে সন্দেহপোষণকারী। তাঁর এই সন্দেহবাদ ও সংশয়বাদ তাঁকে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ধর্মবিশ্বাসে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হওয়াতে তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতা ও জড়বাদের অভিযোগ উত্থাপন ছিল অত্যন্ত সহজ। বস্তুতপক্ষে তাঁর রুবাইয়াতের অনেক জায়গাতেই তিনি যে নাস্তিক ও জড়বাদী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে। তিনি লিখেছেন—

"কালি কি হইবে সে ভয়ে আজ
অনুশোচনায় কি ফল বল ;
আয়ু নিশীথিনী অবসান হয়
হে সাকী অধরে পেয়ালা ধর।"

এখানে লক্ষণীয় এই যে, একেশ্বরাবাদের ধারণা তাঁর কাব্যে যথার্থই প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের কাব্যচরণে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আস্তিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

"এদের আবার জন্মদাতা
ব্রহ্মাণ্ডের সেই যে গতি—
শ্রদ্ধা আছে তাঁর উপরও
তাকেও আমি জানাই নতি।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

"এই শক্তি, এই প্রাণ,
এ সকলই তব দান,
মোর সত্তা, আত্মা, মন
এ তো প্রভু তব ধন।"

তাঁর রুবাইয়াতের এ সব ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ওমর জড়বাদী বা নিরীশ্বরাবাদী ছিলেন না। নাস্তিকতার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। এ জন্যই সম্ভবত তিনি লিখেছেন:

"মানুষেরে হীন চেতা
তুমিই ক'রেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত কাল-ফণীদল
আনন্দ-নন্দনে আনে তীব্র হলাহল।
যত কিছু মহাপাপে কলংকিত মানুষের মুখ–
সে তোমারই চুক।
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে,
ক্ষমা করো দোষ তার যত কিছু আছে।"

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, পরলোকের প্রতি ওমরের বিশেষ আস্থা ছিল না[৮]:

"মুহূর্তের শুধু অভিনয়
চ'লেছে লো এই বিশ্বময়,
সাঙ্গ হ'লে লীলা যবনিকা পারে
গাঢ়তম চির অন্ধকারে
নট-নটী করিছে প্রবেশ।
জীবনের অবসানে নাটকেরও হয়ে যায় শেষ।"

অথবা,

"জানতে কি চাও ভবিষ্যতেও
কি হবে কার কোন্ জনমে?
এখানকার এই জীবন ছাড়া
নেই কিছু আর প্রিয়তমে।"

এই অবস্থায় ধরে নেয়া যায় যে, তিনি মানুষের মৃত্যুর পর অন্তিম বিচারে বিশ্বাসী ছিলেন না। এক্ষেত্রে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর রুবাইয়াৎ-এ রয়েছে—

"কৃত পাপ স্মরি ওহে খইয়াম
বক্ষ বিদারী কি ফল বল

অনুশোচনার শত চিৎকারে
রোধিয়াছে কবে করম ফল।
কি লাভ ভাবিয়া, গোফরান খোদা
রয়েছে মজুদ পাপীর তরে
পাপ যদি সখা কেহ না করিবে
গাফ্ফার নাম কেন সে ধরে।"

তাঁর কবিতা থেকে এই শ্রেণীর ধারণার অবকাশ রয়েছে যে, তিনি স্বর্গ-মর্ত্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। মৃত্যুর পর শেষবিচার দৃশ্যের বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু। মৃত্যুর পরকালের জীবন ধারায় শুধু বিরাট অন্ধকার ছাড়া কোন আলোর সন্ধান তিনি পান নি।

এ দিক দিয়ে তাঁর জীবন দর্শন ছিল দেহসর্বস্ব। দেহাত্মবাদের অনুসরণ করতে গিয়ে সাকী, সুরার নেশায় তিনি আপন জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য হল—

"বেহেশত কিংবা জাহান্নামে নাহি জানি উতরিব কোথা
আমি চাই পল্লী মাঠে ওপারে ঐ কুঞ্জ বীথিকায়
বেনু রবে সুরা স্পর্শে প্রেয়সীর অলক কুন্তলে
বিকাইতে সেই স্বর্গ যাহা কাম্য রূপে চায়।"

মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। পরকালে স্বর্গ, নরক, সৎকাজের জন্য পুরস্কার এবং অসৎ কাজের জন্য তিরস্কারকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন :

"দয়া যদি কৃপা তব,
সত্য যদি তুমি দয়াবান,
কেন তবে তব স্বর্গে
পাপী কভু নাহি পায় স্থান?"
"পাপীদের দয়া করা—
সেই তো দয়ার পরিচয়।
পুণ্য ফলে কৃপা লাভ
সে তো ঠিক দয়া তব নয়।"[৮]

যাঁরা ওমরের ছিলেন দেহাত্মবাদের সমর্থক তাঁরা ভারতবর্ষের চার্বাকবাদ ও গ্রীসের এপিকিউরাসের দর্শনের সাথে খৈয়ামের দর্শনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। চার্বাকবাদের মর্ম কথা হল—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতংপিব্যেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

এপিকিউরিয়ানিজম-এর সম্বন্ধেও এইরূপ ধারণার অবকাশ রয়েছে—....

"We are no other than a moving row
Of magic shadow— shapes that come and go
Round with the sun—illumined lantern held
In mid night by the master of the show."

ওমর চার্বাকবাদ বা এপিকিউরাসবাদ-এর অন্তর্গত ছিলেন বলে যে জনশ্রুতি রয়েছে বা তাঁর কাব্যে জড়বাদ বা দেহাত্মবাদের যে গন্ধ রয়েছে তা তাঁর কাব্যের মাধ্যমে ও জীবন-ধারায় প্রমাণ করা অত্যন্ত শক্ত। আব্বাসীয় খেলাফতের তখনকার কর্ণধার ছিলেন সেলজুক সুলতান মালিক শাহ। আর নিজাম-উলমুলক ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক, কেননা মালিক শাহের বিশ বছর ব্যাপী রাজত্বকালে নিজাম-উলমুলক সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, আর সুলতানের সিংহাসনে উপবেশন করা বা শিকার উপভোগ করা ছাড়া কোন কিছুই করবার ছিল না[৯]। ওমর খৈয়াম ছিলেন নিজামুলমূলকের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইচ্ছা করলে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রবিদ হিসেবে নিজামুলমূলকের কাছে তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য তিনি রাষ্ট্রের উচ্চপদ বা সবচেয়ে সম্মানিত উপাধি প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু ধন, ঐশ্বর্য, বস্তুগত সম্পদ তাঁর জীবনে কোন দিনই কাম্য ছিল না। তাঁর একমাত্র দুর্লভ বাসনা ছিল জন কোলাহল হতে বহুদূরে নির্ভৃত, নির্জন কক্ষে একান্ত মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। তাই পদ মর্যাদা, ধনসম্পদ তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট হতে আশা করেন নি। নিজামুলমূলকও ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত পণ্ডিত। প্রাণপ্রতিম বন্ধুর ধন সম্পদের প্রতি অনাসক্তির জন্য তিনিও বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। শেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর বন্ধুর অভিলাষ অনুযায়ী রাজ্য সরকার থেকে প্রতি বৎসর ওজনে ১২০০ মিসকান স্বর্ণ অর্থাৎ, প্রায় ৯০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন[১০]। জ্ঞান সাধনায় বিদগ্ধ তাপস জীবন ধারণের জন্য এই বরাদ্দ ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

ওমর খৈয়ামের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, তিনি ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ছিলেন[১১]। জন্ম-মৃত্যুর মত তাঁর অদৃষ্টও পূর্ব নির্ধারিত[১২]। পাপ, পুণ্য, তিরস্কার, পুরস্কারের প্রশ্ন তিনি প্রাধান্য দেননি। তিনি বিশ্বনিয়ন্তাকে কুম্ভকারের চেহারায় অবলোকন করেছেন। পোয়ানে হাঁড়ি পাতিল অগ্নিদগ্ধ হওয়া অবস্থায় তাপের প্রকারভেদে এরা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এতে কুম্ভকারের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয়

না। পোয়ানে পোড়া মাটির হাঁড়ি কলসির মতই এক অদৃশ্য শক্তি নিজের খেয়াল খুশীমত প্রাণী-জগৎকে সৃষ্টি করে অধিকতর অনমনীয় রণদুর্মদ প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই নারী-পুরুষ অদৃষ্টবাদের শিকার। বিশ্বনিয়ন্তার হাতে তারা ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর ভাষায়—

"ঘুঁটি তো কেউ কয় না কথা
নির্বিচারে নিরুপায়ে
খেলুড়েরই ইচ্ছা মতো
ঘুরতে থাকে ডাইনে বাঁয়ে
তোমায় নিয়ে খেলার ছকে
চাল চেলেছেন আজকে যিনি
তোমার কথা সব জানা তাঁর
সবার কথাই জানেন তিনি।"

তিনি আরো বলেছেন—

বিধাতার বিধি ছাড়া
প্রকৃতি মানে না বিধি আর,
জীবনের রাশ তব
নিয়তি লয়েছে হাতে তার।
যা হয়, যা, হবে যাহা—
হবেই হে এ জগতে তাই,
যা হবার নয়— তা'কি
সাধনায় হ'তে পারে ভাই?

কিন্তু এর বিপরীতেও কবিসত্তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হল অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব। এতে তিনি ভাগ্য গঠনের কাজ নিজের হাতে নিয়েছেন:

ভাগ্য যদি তোমার কাছে
থাকতে না চায় অচঞ্চল,
আটকে রাখো গায়ের জোরে
নেই কি তোমার বাহুর বল?
নির্দয়া ঐ দেবীর কৃপা
দস্যু সম লুট করে নাও

নিঃশেষে সব নিঃস্ব করো
ভাণ্ডারে তার যা কিছু পাও।

ওমর খৈয়ামের চিন্তাধারার সাথে বেদান্ত দর্শন ও উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই[১৩]। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলো এর দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়।

"সত্য একা বিশ্ববাসী,
সত্য ছাড়া নাইরে কিছু;
সেই একেরে কেন্দ্র ক'রেই
বহুর প্রকাশ হচ্ছে পিছু।"

কিন্তু অন্যত্র ওমর খৈয়াম এমন সব ধারণা ব্যক্ত করেছেন যাতে তাঁর কাব্যে বেদান্ত দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি বলেছেন—

"সাধনার মণি কভু খুঁজি নাই
তব পথে প্রভু রাখি নি শির;
তবু দয়া হতে নাহিক নিরাশ
এক ভিন্ন দুই মানিনি, স্থির।"

ওমর খৈয়ামের দর্শনের এই একাত্মবাদ তাঁর ব্যক্তিক জীবনের মূলসূত্র। তাঁর দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি ধর্মশাস্ত্রবিদদের বিরুদ্ধে কথা বললেও তিনি খতমে নবুয়ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তবে তিনি জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জন্ম কোথাও স্বীকার করেননি[১৪] বলে যে তত্ত্ব রয়েছে তাঁর বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর রুবাইয়াতে রয়েছে—

"হারিয়ে যাওয়া ফিরিয়ে পাওয়া ভ্রান্ত পথিক শোন
নামটি তোমার কেউ জানে না নাই কোন স্মৃতি কোন
তোমার নখ রূপ নিয়েছে গাধার খুরে আজ
তোমার দাড়ি গাধার পিছে লেজ হয়েছে যেন।"

ফিটজিরাল্ডের মতে তাঁর অধিকাংশ রচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন:

"Oh thou who hast gone and hast returned, and art bent,
They name has disappeared among names;
They nails being collected have become a hoof;
They beard growing on they back has become a tail"[১৫]

স্বামী গোবিন্দতীর্থের ইংরেজি অনুবাদের উপক্রমনিকায় এই শ্রেণীর ধারণা কিছুটা ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে—

"O you who went and now return as stale.
To men you seem a sorry fairy tale;
Your nails have rolled around in single hoof.
Your beard is sweeping ground a shaggy tail."[১৬]

ওমর খৈয়ামের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল যে, তিনি সুফীবাদের শত্রু ছিলেন। সুফীরাও তাঁকে ঘৃণা ও ভয় করতেন[১৭]। কাজেই সুফীবাদ ও ওমর খৈয়ামের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে যদি সুফীবাদের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তবে সেটা হবে[১৮] তার ধর্মাভাবের বহিরাবরণ মাত্র। তাঁর চিন্তা চেতনা ও জীবনদর্শনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় পরিচয় রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও যাজকবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ও কটাক্ষবাদ প্রকাশিত:[১৯]

"মোল্লা সাধু, সকল লোকে
স্বর্গ নরক এই দুটোকে
নিত্য বসে করতো বিচার জ্ঞানীর মতো যারা,
পীর-দেওয়ানা-আগা-ফকির কোথায় গেল তারা?
ধর্ম কথা শুনছে কে আর?
মর্ম যে তার আজকে অসার।
চলছে না আর কেউ তা এখন ভক্তিভরে মানি,
অবহেলায় ধূলায় লোটে উপদেশের বাণী।"

তাঁর একটি দর্শনগ্রন্থে প্রভু ইবনে সিনার দশটি বুদ্ধিভিত্তিক স্তরের ব্যাখ্যা দেবার পরে ঘোষণা করেন যে, মারিফা বা স্রষ্টার সম্বন্ধে জ্ঞানের সত্যিকার পথ হল সুফীদের তরিকা। তাঁর ধারণা ছিল যুক্তিবিবর্জিত ধর্মবিশ্বাসী দার্শনিক ও ইসমাঈলীদের গৃহীত রাস্তা প্রকৃত পথ নয়[২০]। বস্তুতপক্ষে শাহনামার কবি ফেরদৌসী ছাড়া হাফিজ-সহ যাবতীয় ইরানী কবি অতীন্দ্রিয়বাসী ধ্যান-ধারণায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। তাঁরা ওমর খৈয়ামের কাব্যের উপাদান হতে অনেক কিছুই সুবিধামত ব্যবহার করেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি ছিলেন বদমেজাজী[২১], সম্ভবত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মক্কা মোয়াজ্জেমাতে হজ্বব্রত পালন করতে যান। বাগদাদ হয়ে ইরানে ফেরার পথে বাগদাদের পণ্ডিত তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু

তিনি তাঁদের এই অভিনন্দন প্রত্যাখ্যান করে বাগদাদের পণ্ডিতমহলের সাথে পরিচিত হতেও আপত্তি জানান। তাঁর অগাধ মেধা, বহুমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্য ভক্ত সাধকগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান। কিন্তু গুরুগিরির আসন অলঙ্করণে তিনি অনীহা জানান। এতে মনে হয় ওমর খৈয়াম জনগণের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতে ভালবাসতেন। জনগণের কাছে তিনি ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু ওমর খৈয়াম সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্যের কোন সত্যতা নেই। বস্তুতপক্ষে মুসলিম দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সুফীসাধকদের চাল-চলন ও গতিবিধিতে একটি আবৃত দর্শন ছিল। ওমর খৈয়াম নিজেই বলেছেন—

"হেন ভাবে পথ দিয়ে করিবে গমন
না করে সালাম কেহ না ছাড়ে আসন
লোক মাঝে হেন ভাবে কর অবস্থান
ব্যস্ত হয়ে কেহ নাহি দেয় উচ্চাসন
মসজিদে যাও যদি, হেন ভাবে যেও
এমামতি করিবারে নাহি কহে কেহ।"

কবিদের দু শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ সম্ভব। তাঁরা নাইভ বা ক্লাসিক অথবা তাঁরা সেন্টিমেন্টাল বা রোমান্টিক। অন্য কথায় তাঁরা হয়তো ক্লাসিক বা এ্যাপোলিনিক অথবা তাঁরা রোমান্টিক বা ডায়ানিসিয়া। প্রথম জাতের কবিরা প্রাকৃতিক গুণে গুণান্বিত অথবা তাঁদের চিন্তাধারা বা মানসিক প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক বা মানসিক পারিপার্শ্বিকতায় কেন্দ্রীভূত, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন উত্তেজনা নেই, নেই কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তাঁদের কথাবার্তা অনেকটা প্রাচীনকে অনুসরণ করে গড়ে উঠে। তাঁরা শান্তসমাহিত, সুসম ভারসাম্য বিশিষ্ট। কখনও বিতর্কিত ঐকতানে তাঁরা বিশ্বাসী নন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা হলেন বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। আধুনিক অর্থে তাঁরা হলেন ব্যক্তি। চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডে তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতিরই প্রচার করে থাকেন। তাঁরা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাশক্তির নিরিখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বাণী প্রচার করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। পৃথিবীতে এ ধরনের কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সক্রেটিস, গ্যালিলিও ও কপারনিকাস তো আছেনই, আরো আছেন আবুল আলা আল মায়াররী, ইবন সিনা ও ইবন রুশদ।

ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের মধ্যকার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কবিচরিত্রের যথার্থ প্রকৃতি বিশ্লেষণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কবি কবিতার মাধ্যমে যে চিন্তাধারা প্রকাশ করেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে আবৃত থাকে অন্য রকম দর্শনের গতিধারা। চিত্তে

তিনি একান্তভাবেই কামনা করেন এক বিশেষ প্রকৃতির বিষয়বস্তু কিন্তু বাহ্যিক সূত্রে দেখা যায় যে নিজস্ব কামনা ও সাধনা বহির্ভূত বিষয়টি বচনভঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তরের ও বাইরের মধ্যকার এই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বৈচিত্র্য ও চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য কবিজীবনকে অনেক সময় গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে:

"যারে বাঁধি ধরে তার মধ্যে আর
রাগিনী খুঁজিয়া পাই না
যাহা চাই তা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।"

রোমান্টিক কবিদের কাব্য প্রতিভার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রেম আর প্রকৃতি আলোচনার বিষয়, কবি নিজের প্রিয়াকে দেখেন প্রকৃতির ভিতরে। প্রকৃতি আর প্রিয়া একাকার হয়ে যায়। এ জন্য ইরানের কবি হাফিজ একদিন তৈমুরকে বলেছিলেন যে, প্রিয়ার গালের একটি কালো তিলের বদলে তিনি সমস্ত বোখারা, সমরকন্দ বিলিয়ে দিতে রাজি আছেন। ওমর খৈয়ামের কবিতার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি ছিলেন ইরানী কবি, কিন্তু লিখেছেন আরবীতে। একটি মৌলিক শব্দের সূত্র ধরে সেটা হতে প্রায় সমার্থক চৌদ্দটি শব্দ উদ্ধার করা যেতে পারে। এ জন্যই আরবী কাব্যের সঠিক ও সুব্যক্ত অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়[২২]। আরবী কাব্যে আরবী ভাষার এই দুর্বোধ্যতা খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ড. নিকলসন তাঁর *Studies in Islamic Mysticism* গ্রন্থে বলেছেন যে, পরিমাণ ও গুণপনা যে দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন মধ্যযুগীয় ফার্সী কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশটি হয় যথার্থ অর্থে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা এটা এইভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যান ধারনায় পরিপূর্ণরূপে পরিপৃক্ত যে, যারা আঁক্ষরিকভাবে এদের পাঠ করতে চান তাঁরা অর্ধেকের বেশি তা অনুধাবনে [২৩]। এই কাব্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শাহনামা মহাকাব্যের মহাকবি আবুল কাশেম ফেরদৌসী ও গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর শায়খ মুসলেহ উদ-দীন সা'দী ছাড়া সানাই, আওার, জালাল উদ-দীন রুমী, হাফিজ, জামী প্রভৃতি অনেকেই সূরা ও সাকীকে কাব্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ওমর খৈয়ামের ক্ষেত্রে তা চূড়ান্ত রূপে গৃহীত। এ জন্য মদকে গ্রহণ করা হয়েছে "ভগবদ প্রেম রূপে" সাকীর অর্থ যিনি তা আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার রূপক বলে তার অর্থ-নির্ণয় ও ব্যাখ্যা সহজ নয়[২৪]। অনেকের মতে তিনি সুরা ও সাকীর রূপকের মধ্যে সেই অরূপেরই সন্ধান দিয়েছেন[২৫]।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও রাহবার ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনী প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী বিপ্লবের রাহবার বলেন—

"তোমার প্রেম তাড়ালো আমায়
মাদ্রাসা আর খানকা থেকে
নাকে রশি দিয়ে বানিয়েছ মোরে ক্রীতদাস শুঁড়িখানার।
টানো শরাব ভর পেয়ালা, শুঁড়ি খানায় করো মৌজ
ঐ ফেরেশতার গুণ গাও, দিলেন যিনি এমন ভোজ।"

বলা বাহুল্য ইরানী কাব্যধারায় আসক্ত ইমাম খোমেনীও শরাব, শুঁড়িখানা, সাকী, প্রিয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রতীকী অর্থে। শব্দের অর্থের ভেতরে যে অতীন্দ্রিয় মাধুর্য বিদ্যমান তার মধ্য দিয়ে তাঁর মর্মকথা নবতর মহিমায় উজ্জীবিত।

ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে সবশেষে বলা যায় যে, তিনি নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা রহস্যবাদী, অদৃষ্টবাদী এদের কোনটিই ছিলেন না। চার্বাকবাদী, দেহাত্মবাদী ও জড়বাদী এপিকিউরিয়ান পন্থীরূপেও তাঁকে আখ্যায়িত করা যায় না। তিনি স্বাপ্নিক, কল্পনাবিলাসী ও অবাস্তববাদীদের পর্যায়েও পড়েন না। কাব্য সাধনায় তিনি রোমান্টিসিজমের গভীর সমুদ্রে অবগাহন করেছিলেন বলে মনে হয়।

তথ্য সংকেত :

১ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Macmillan, NewYork, 1968, P. 377

২ A. J. Arberry, *The Romnance of the Rubaiyat*, George Allen & Unwin Ltd, London, P. 7

৩ *The Legacy of Islam*, Edited by Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, Oxford University Press. 1949, literature by H.A.R. Gibb. P. 180

৪ *Encyclopaedia of world Art*, Vol. VIII, London, 1971, Ernest Kuhnl. P. 325

৫ *Bihzad and Herat Renaissance*, Marg Vol XXIV Number 2, March, 1977, P. 3

৬ *আল- কোরআন* ২ : ৮

৭ *আল - কোরআন* ২ : ৬২

৮ নরেন্দ্র দেব, *রোবাইয়াৎই ওমর খৈয়াম*, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এন্ড সন্স, অষ্টাদশ সংস্করণ, ১৯৬৫, কলিকাতা, পৃ- ৪

৯ Ibn Khallikan, উদ্ধৃতি Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Macmillan, NewYork, 1968, P. 477

১০ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ-২

১১ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ-৪

১২ নূরুন নাহার বেগম, *রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ-৪

১৩ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ-৫

১৪ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ-৫

১৫ *The Rubaiyat of Omar Khayyam*, Translated by Edward Fitzgerald, Methuen and Co. London, 1900, P. 58

১৬ Swami Govinda Tirtha, The Nectar of Grace, *Omar Khayyam's* life and works, Kitabistan, Allahabad, 1941, Introduction, XI

১৭ Edward Fitzerald, *Rubiyat of Omar Khayyam*, A.L. Burt Company publishers, NewYork, 1851, P–47

১৮ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ-৩

১৯ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, ৭৯নং রোবাইয়া

২০ Jan Rypka, *History of Iranian literature*, D. Reidel Publishing Company, Holland, 1968, P. 192

২১ দ্রষ্টব্য : Abid Hasan Faridi, *An outline History of Persian Literature*, Ramprasad & Brothers, Agra, 1928, P. 73

২২ *The Legacy of Islam*, Preface, VI, VII

২৩ Lawrence Binyon I.V.S. Wilkinson and Basil Gray, *Persian Miniature Painting*, London, 1933, P. 8

২৪ *রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম*, অনুবাদ কাজী নজরুল ইসলাম, অষ্টম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা ১৯৮৯-'৯০, ভূমিকা সৈয়দ মুজতবা আলী।

২৫ নরেন্দ্র দেব, প্রাগুক্ত, পৃ-৩